বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

জীবন বীমা কর্পোরেশন এর কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর : ০৯/২০২১

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

জীবন বীমা কর্পোরেশন কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর : ০৯/২০২১

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রথম অংশ		
০১	মুখবন্ধ	i
অধ্যায়- ০১		
০২	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলি	০৩-০৫
০৩	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	০৭
০৪	শব্দ-সংক্ষেপ	০৯
অধ্যায়-০২		
০৫	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	১৩
০৬	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১৭-২৮
দ্বিতীয় অংশ		
০৭	পরিশিষ্টসমূহ	৩৩-৩৮

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

১। দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল সকল Statutory Public Authority এর হিসাব অডিট করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন জীবন বীমা কর্পোরেশন এর ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের আর্থিক কার্যক্রমের উপর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।

৩। এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ০৯টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান বরাবর ইস্যু করা হয়েছে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সিনিয়র সচিবকে অবহিত করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৪। এই অডিট সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।

৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী এই অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ : ২০/৬/২০২১ বঙ্গাব্দ / খ্রিষ্টাব্দ।

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
বাংলাদেশের
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

অধ্যায়-০১

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য:

এই রিপোর্ট অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন জীবন বীমা কর্পোরেশন এর ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের আয়-ব্যয় হিসাবের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। Audit Materiality বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পূর্ববর্তী অর্থ বছরসমূহের লেনদেনও দেখা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি, প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI) ইত্যাদি অডিট Criteria হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য:

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি:

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর জীবন বীমার সুফল দেশের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সনে রাষ্ট্রপতির ৯৫ নং আদেশবলে বাংলাদেশের বীমা শিল্প জাতীয়করণের আওতায় আনা হয়। বীমা শিল্প জাতীয়করণের পর বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত ৩৭(সাঁইত্রিশ)টি কোম্পানির সম্পদ ও দায়-দেনা নিয়ে প্রথমে সুরমা ও রূপসা নামে ২(দুই)টি কর্পোরেশন এবং পরবর্তীতে ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অ্যাক্ট, ১৯৭৩ মোতাবেক (১৯৭৩ সালের ৬নং আইন) জীবন বীমা কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জীবন বীমা কর্পোরেশন তার ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম দ্বারা অভ্যন্তরীণ পুঁজি সংগ্রহ ও জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি নিজস্ব অর্থায়নে বাজেট প্রণয়ন করে এবং পরবর্তীতে অর্থ মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক বাজেট অনুমোদন নেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ধরনের বীমা স্কীম গ্রহণ, বীমা গ্রহীতাগণের পলিসির বিপরীতে ঋণ বিতরণ করে থাকে। বর্তমানে সারা দেশে মোট ৮টি রিজিওনাল, ১২টি কর্পোরেট, ৭৮টি সেলস এবং ৪৩৯টি শাখা অফিস নিয়ে জীবন বীমা কর্পোরেশন তার কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করছে।

প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম:

জীবন বীমা কর্পোরেশনের জনবলের সংক্ষিপ্তসার			
ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত স্থায়ী পদসংখ্যা	অনুমোদিত পদের বিপরীতে কর্মরত জনবল সংখ্যা
০১	চেয়ারম্যান	০১	০১
০২	পরিচালক	০৬	০৬
০৩	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	০১	০১
০৪	জেনারেল ম্যানেজার	০৬	০৬
০৫	ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার	১১	০৫
০৬	সহকারী জেনারেল ম্যানেজার	১৬	১৬
০৭	ম্যানেজার	৭১	৭০
০৮	অন্যান্য ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা	৩১৭	১৮২
০৯	২য় শ্রেণির কর্মকর্তা	২৪৭	২১৫
১০	কর্মচারী (৩য় শ্রেণি)	৯৫৪	৪৯৭
১১	কর্মচারী (৪র্থ শ্রেণি)	৪৪৭	১৬৮
	সর্বমোট=	**২০৩৭**	**১১৬৭**

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী

- সাশ্রয়ী মূল্যে জীবন বীমার সুফল জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া।
- দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূলধন সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন স্কিমের মাধ্যমে সঞ্চয়ের গতিশীলতা তৈরী করা।
- স্বল্প মূল্যে সর্বোচ্চ সুবিধা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি।
- সচেতনতার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে সঞ্চয়ের মনোভাব তৈরী করা।
- সকল পেশার লোকের জন্য উপযুক্ত স্কিম প্রবর্তন করা।

প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI)

- বিভিন্ন ধরনের জীবন বীমা স্কীম গ্রহণ।
- বীমা গ্রহীতাগণের পলিসির বিপরীতে ঋণ বিতরণ।
- কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে গৃহ নির্মাণ ঋণ বিতরণ।
- জীবন বীমা পলিসির বিপরীতে মেয়াদোত্তর দাবি, মৃত্যুজনিত দাবি এবং সমর্পণ দাবি পরিশোধ।
- জীবন বীমা পলিসির প্রিমিয়ামের কিস্তির মাধ্যমে সঞ্চয় পুঞ্জীভূত করে দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করতে ভূমিকা পালন।

প্রতিষ্ঠানের বাজেট ও ব্যয় বিশ্লেষণ

জীবন বীমা কর্পোরেশন এর আয়ের প্রধান উৎসসমূহ মূলত গ্রাহক হতে প্রাপ্ত প্রিমিয়াম, এফডিআর, প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব স্থান-স্থাপনা হতে প্রাপ্ত ভাড়া ইত্যাদি। অপরদিকে জীবন বীমা কর্পোরেশন এর ব্যয়ের প্রধান উৎসসমূহ হচ্ছে গ্রাহকের পলিসির মেয়াদপূর্তিতে অর্থ পরিশোধ, বেতন-ভাতাদি, ভাড়া, কর, বীমা, বিদ্যুৎ বিল বাবদ খরচ ও পরিচালন ব্যয় ইত্যাদি।

বাজেট ও ব্যয়

অর্থ বছর	বাজেট	ব্যয়
২০১৮-২০১৯	৬৪২,০৬,৩৩,০০০	৫৯২,২০,০০০,০০
২০১৯-২০২০	৬২০,১৮,০০,০০০	৬০০,৯৩,০০০,০০
সর্বমোট=	**১২৬২,২৪,৩৩,০০০**	**১১৯৩,১৩,০০,০০০**

অডিটের আইনগত ভিত্তিঃ

দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিটের পরিধিঃ

২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে জীবন বীমা কর্পোরেশনের তথ্য সংগ্রহ এবং তা বিশ্লেষণপূর্বক নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে নিরীক্ষার জন্য বিবেচনা করা হয়েছে :

- জীবন বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয় ও এর অধীনস্থ কার্যালয়সমূহের বাজেট এবং বাজেটের বিপরীতে প্রকৃত আয়-ব্যয়ের বিবরণী।
- জীবন বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয় ও এর অধীনস্থ কার্যালয়সমূহের ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আর্থিক বিবরণী।
- প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতি।
- প্রতিষ্ঠানের ভাড়া আদায় সংক্রান্ত বিবরণী।

অডিট প্ল্যানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্যঃ

অডিটের বিষয়বস্তুঃ

জীবন বীমা কর্পোরেশন এর আর্থিক কার্যক্রমের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট।

অডিট কৌশলঃ

বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯ এবং সরকারি অন্যান্য আইন-কানুন, বিধি-বিধান এবং নীতিমালা অনুসৃত হচ্ছে কিনা এবং প্রযোজ্য বিধি-বিধান পরিপালন করে ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই এর জন্য নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে:

- নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ;
- নিরীক্ষার উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, মানদণ্ড ইত্যাদি নির্ধারণপূর্বক নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন ;
- নিরীক্ষা দল গঠন এবং নিরীক্ষার সময়সূচি অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন;
- কেন্দ্রীয়ভাবে নিরীক্ষার কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তদারকি।

অডিট সময়কালঃ

২৯/০৯/২০২০ খ্রি. হতে ২১/১০/২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন জীবন বীমা কর্পোরেশন এর ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আয়-ব্যয় ও বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অডিট করা হয়।

অডিট চলাকালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট আপত্তিসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। অডিট চলাকালে ০১ (এক)টি অডিট আপত্তি নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবের প্রেক্ষিতে নিষ্পন্ন করা হয়েছে। অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিগুলোর মধ্য হতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) সংক্রান্ত আপত্তিসমূহ এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই রিপোর্টে ০৯ (নয়)টি অডিট আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে এবং এতে জড়িত টাকার পরিমাণ ৪৩,৮০,২৪,৮০৯ (তেতাল্লিশ কোটি আশি লক্ষ চব্বিশ হাজার আটশত নয়) টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৩.৪৭%। এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ:

- সরকারি আদেশ/নির্দেশ যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।
- কর্পোরেশনের মুনাফার ৫% সরকারি কোষাগারে জমা না করা।
- জীবন বীমা কর্পোরেশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ১৯৯২ এর শর্ত পরিপালন না করে নিয়োগ প্রদান।
- বীমা আইন-২০১০ এর অনুচ্ছেদ ৬২ (১) এবং আয়কর অধ্যাদেশ-১৯৮৪ এর ৪র্থ সিডিউলের অনুচ্ছেদ ২ (সি, ডি) লঙ্ঘন করে অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয়।
- বাজেট অতিরিক্ত ব্যয় করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী অডিটের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

শব্দ সংক্ষেপ

১.	JBC	Jibon Bima Corporation	জীবন বীমা কর্পোরেশন এর সংক্ষিপ্ত রূপ।
২.	G.M	General Manager	প্রতিষ্ঠানের ০১(এক)টি পদের নাম।
৩.	D.M	Development Manager	প্রতিষ্ঠানের ০১(এক)টি পদের নাম।
৪.	D.O	Development Officer	প্রতিষ্ঠানের ০১(এক)টি পদের নাম।
৫.	E.I	Endowment Insurance	পলিসির নাম।
৬.	P.R	Premium Receipt	কিস্তি আদায় সংক্রান্ত রশিদ।
৭.	M.R	Money Receipt	কিস্তি আদায় সংক্রান্ত রশিদ।
৮.	P.P	Pension Policy	পেনশন সংক্রান্ত বিনিয়োগ পলিসি।

অধ্যায়-০২

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত (টাকা)
০১	The Insurance Corporation Act,1973 ও বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯ অনুযায়ী কর্পোরেশনের মোট মুনাফার ৫% অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	২২,৫৭,৫৯,০০০
০২	বীমা গ্রাহকের প্রিমিয়াম ও বীমাপত্র জালিয়াতি এবং প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎ	১৮,৩৩,০৩৮
০৩	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অনুমোদন ব্যতীত উৎসাহ বোনাস প্রদান করায় কর্পোরেশনের আর্থিক ক্ষতি	৮,৪৮,২৪,৮২৬
০৪	বকেয়া ভাড়া আদায় না হওয়ায় আর্থিক ক্ষতি	৫,২৫,৭২,৮৯৯
০৫	ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ লঙ্ঘন করে অনিয়মিতভাবে লাঞ্চ সাবসিডি পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি	৭,১৩,০৭,৫৮০
০৬	আদায়কৃত অর্থ কর্পোরেশনের ব্যাংক হিসাবে জমা না করে আত্মসাৎ	১৭,২৭,৪৬৬
০৭	নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্তের ব্যত্যয় ঘটিয়ে সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এবং সিস্টেম এনালিস্ট পদে দুজন কর্মকর্তাকে অনিয়মিতভাবে নিয়োগ প্রদান	--------
০৮	বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯ অনুযায়ী যথাসময়ে নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী সরকার ও বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন না করায় আইন লঙ্ঘন	--------
০৯	নিরীক্ষাকালীন সময়ে চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি প্রদানে অস্বীকৃতি ও ইচ্ছাকৃত বিলম্ব করে নিরীক্ষার কাজে বাধা প্রদান	--------
	সর্বমোট	**৪৩,৮০,২৪,৮০৯**
কথায়: তেতাল্লিশ কোটি আশি লক্ষ চব্বিশ হাজার আটশত নয় টাকা মাত্র।		

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

অনুচ্ছেদঃ ০১

শিরোনামঃ The Insurance Corporation Act,1973 ও বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯ অনুযায়ী কর্পোরেশনের মোট মুনাফার ৫% অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের ২২,৫৭,৫৯,০০০ (বাইশ কোটি সাতান্ন লক্ষ উনষাট হাজার) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

জীবন বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, The Insurance Corporation Act,1973 ও বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯ অনুযায়ী কর্পোরেশনের মুনাফার ৫% অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের ২২,৫৭,৫৯,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

জীবন বীমা কর্পোরেশন এর মুনাফা সংক্রান্ত নথি পত্রাদি নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ২০০৯-২০১০ সালের দ্বিবার্ষিক ভ্যালুয়েশনে সরকারি মুনাফা বাবদ ৪,০৭,৫৯,০০০ (চার কোটি সাত লক্ষ উনষাট হাজার) টাকা, ২০১১-২০১২ সালের দ্বিবার্ষিক ভ্যালুয়েশনে সরকারি মুনাফা বাবদ ৫,০০,০০,০০০ (পাঁচ কোটি) টাকা, ২০১৩-২০১৪ সালের দ্বিবার্ষিক ভ্যালুয়েশনে সরকারি মুনাফা বাবদ ৬,৫০,০০,০০০ (ছয় কোটি পঞ্চশ লক্ষ) টাকা ও ২০১৫-২০১৬ সালের দ্বিবার্ষিক ভ্যালুয়েশনে সরকারি মুনাফা বাবদ ৭,০০,০০,০০০ (সাত কোটি) টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ ২০০৯-২০১০ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর পর্যন্ত দ্বিবার্ষিক ভ্যালুয়েশন মোতাবেক সরকারি মুনাফা নির্ধারণ করা হয়েছে সর্বমোট (৪,০৭,৫৯,০০০+৫,০০,০০,০০০+৬,৫০,০০,০০০+৭,০০,০০,০০০) বা ২২,৫৭,৫৯,০০০ টাকা। উল্লেখ্য যে, The Insurance Corporation Act,1973 এর ধারা ২২(২) ও বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯ এর ধারা ১৫(২) অনুযায়ী মুনাফার ৫% অর্থ সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য হলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত মুনাফা সরকারি খাতে জমা না দেয়ায় বর্ণিত ২২,৫৭,৫৯,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

The Insurance Corporation Act, 1973 এর ধারা ২২(২) ও বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯ এর ধারা ১৫(২) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ডের ৬০১তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে এবং বীমা আইন, ২০১০ এর ধারা ২১ এর তফসিল-১ এর (ক) এর (অ) শর্ত অনুযায়ী কর্পোরেশনের পরিশোধিত মূলধন ৩০ (ত্রিশ) কোটি টাকায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সর্বশেষ ০৪ (চার)টি দ্বিবার্ষিক ভ্যালুয়েশন মোতাবেক নির্ধারিত সরকারি লভ্যাংশ বাবদ সর্বমোট ২২,৫৭,৫৯,০০০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করে কর্পোরেশনের পরিশোধিত মূলধন (Paid up capital)-এ রূপান্তর অথবা সরকার কর্তৃক জীবন বীমা কর্পোরেশনকে পরিশোধিত মূলধনের জন্য ২৫ (পঁচিশ) কোটি টাকা অনুদান প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ বরাবরে ০৭/০১/২০২০ খ্রি. তারিখে পত্র দেওয়া হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ তা অনুমোদনের জন্য ১৭/০২/২০২০ খ্রি. তারিখে সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর স্মারক নং-৫৩.০০.০০০০.৪১১.৩৫.০০১.১৯-৪৪৯; তারিখ: ১৯/১১/২০১৯ খ্রি. এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে যে, জীবন বীমা কর্পোরেশন এর মুনাফার সরকারি অংশ পরিশোধিত মূলধনে রূপান্তরের সুযোগ নেই এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের ১৭/০২/২০২০ খ্রি. তারিখে সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরিত পত্রের কোন অগ্রগতি জীবন বীমা কর্পোরেশনকে অবহিত করা হয়নি। উল্লিখিত বিষয়ে ১৬/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জীবন বীমা কর্পোরেশন বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, গত ২৪/০১/২০২১ খ্রি. তারিখ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত জবাবে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশ অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য জীবন বীমা কর্পোরেশনকে অনুরোধ করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

সরকারি অর্থ সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত দীর্ঘদিন জমা না করায় সৃষ্ট আর্থিক ক্ষতির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক এবং ০৪(চার)টি দ্বিবার্ষিক ভ্যালুয়েশন মোতাবেক আপত্তিতে বর্ণিত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০২

শিরোনামঃ বীমা গ্রাহকের প্রিমিয়াম ও বীমাপত্র জালিয়াতি এবং প্রতারণার মাধ্যমে ১৮,৩৩,০৩৮ (আঠারো লক্ষ তেত্রিশ হাজার আটত্রিশ) টাকা আত্মসাৎ।

বিবরণঃ

জীবন বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয় এর কতিপয় কর্মকর্তা কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বীমা গ্রাহকের প্রিমিয়াম ও বীমাপত্র জালিয়াতি এবং প্রতারণার মাধ্যমে ১৮,৩৩,০৩৮ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

জীবন বীমা কর্পোরেশনের নথিপত্র নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, জনাব বি, কে বৈদ্য, ডি.এম-১/২৭৩৩ (অবসর) জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে ১২ জন বীমা গ্রাহকের প্রিমিয়াম বাবদ ১১,২৫,১৩৯ টাকা আত্মসাৎ করেন। দ্বিতীয়ত, জনাব মোঃ তাকভীর হোসেন (সবুজ), উন্নয়ন অফিসার-১, কোড-৩১৫২৯ ঢাকা রিজিওনাল অফিসে কর্মরত থাকা অবস্থায় ৭,০৭,৮৯৯ টাকা আত্মসাৎ করেন। ফলশ্রুতিতে আলোচ্য ক্ষেত্রে সর্বমোট (১১,২৫,১৩৯+৭,০৭,৮৯৯) বা ১৮,৩৩,০৩৮ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, জীবন বীমা কর্পোরেশন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর কর্তৃক ১৫ আগস্ট, ১৯৯১ এর পত্র নং- জীবীক/মেডাদ/১৪৩/৯১ এর নির্দেশনা মোতাবেক পি.আর; এম.আর ইত্যাদির মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থ আদায়ের দিনই কিংবা বিশেষ কারণে উক্ত দিনের পরের দিন অবশ্যই কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট ব্যাংক একাউন্টে জমা করতে হবে। অতএব, উল্লিখিত আদেশ লঙ্ঘন করে উক্ত কর্মকর্তাগণ ১৮,৩৩,০৩৮ টাকা আত্মসাৎ করেছেন যা অদ্যাবধি আদায় করা হয়নি (পরিশিষ্ট-০১)|

অনিয়মের কারণঃ

জীবন বীমা কর্পোরেশন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ১৫/০৮/১৯৯১ খ্রি. তারিখের দপ্তারাদেশের ২ নং নির্দেশনা লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে যথাযথভাবে তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বিভাগীয় সকল কার্যক্রম শেষে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা এবং অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে আইন বিভাগ কর্তৃক দুদকে মামলা করা হয়। কর্পোরেশন সংশ্লিষ্ট বীমা গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবে টাকা পরিশোধ করেছে। ব্যাংক হিসাব খোলার ক্ষেত্রেও জালিয়াতির কারণে পরিশোধের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

আপত্তিতে বর্ণিত অর্থ অদ্যাবধি আদায় করা হয়নি। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দুর্বল থাকায় এবং যথাযথ তদারকির অভাবে এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। উল্লিখিত বিষয়ে ১৬/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জীবন বীমা কর্পোরেশন বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

আপত্তিতে বর্ণিত অর্থ দ্রুত আদায় এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৩

শিরোনামঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অনুমোদন ব্যতীত উৎসাহ বোনাস প্রদান করায় কর্পোরেশনের ৮,৪৮,২৪,৮২৬ (আট কোটি আটচল্লিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার আটশত ছাব্বিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

জীবন বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন চট্টগ্রাম, রংপুর, খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়ে ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অনুমোদন ব্যতীত উৎসাহ/প্রেরণা বোনাস প্রদান করায় কর্পোরেশনের ৮,৪৮,২৪,৮২৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

জীবন বীমা কর্পোরেশন এর উৎসাহ বোনাস সংক্রান্ত ক্যাশ বহি, বোনাস সীট, বেতন বিল রেজিস্ট্রার নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, ২০১৮ এবং ২০১৯ পঞ্জিকা বছরে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে যথাক্রমে ৫,১০,২০,৩২৪ টাকা এবং ৩,৩৮,০৪,৫০২ টাকা মোট ৮,৪৮,২৪,৮২৬ টাকা অনিয়মিতভাবে উৎসাহ বোনাস প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, নিরীক্ষা ও পরিবীক্ষণ শাখার স্মারক নং-৫৩.০০৬.০০১.০০.০৯.১০৩.২০১২/৫৩; তারিখঃ ২৩/০১/২০১৩ খ্রি. অনুযায়ী উৎসাহ বোনাস প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অনুমোদন নিতে হবে। কিন্তু জীবন বীমা কর্পোরেশন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অনুমোদন ব্যতীত উৎসাহ বোনাস প্রদান করায় কর্পোরেশনের ৮,৪৮,২৪,৮২৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে (পরিশিষ্ট-০২)।

অনিয়মের কারণঃ

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের স্মারক নং-৫৩.০০৬.০০১.০০.০৯.১০৩.২০১২/৫৩ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

জীবন বীমা কর্পোরেশনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা প্রযোজ্য নয়। জীবন বীমা কর্পোরেশন এর নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ হচ্ছে IDRA এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রথমে ছিল বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং পরবর্তীতে ২০০৮ সাল থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ। এক্ষেত্রে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ০৪/০২/১৯৭৮ খ্রি. তারিখের স্মারক নং-২(৩)/৭৭ ইস্যু/১ অনুযায়ী উৎসাহ বোনাস প্রদান করা হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ থেকে প্রতি বছর উৎসাহ বোনাস খাতে বাজেট বরাদ্দ প্রদান করে থাকে। ২০১৮ এবং ২০১৯ সালে বাজেট সীমার মধ্যে উৎসাহ বোনাস খাতে পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদন এবং চার্টার্ড একাউন্টেট ফার্মের প্রত্যয়নক্রমে উক্ত ব্যয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর পত্র নং- ৫৩.০০৬.০০১.০০.০৯.১০৩.২০১২/৫৩, তারিখঃ ২৩/০১/২০১৩ খ্রি. মোতাবেক কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে আর্থিক সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে যা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জীবন বীমা কর্পোরেশনের জন্য প্রযোজ্য। উল্লিখিত বিষয়ে ১৬/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জীবন বীমা কর্পোরেশন বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের নিকট হতে প্রদত্ত টাকা আদায় করে কর্পোরেশনের খাতে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৪

শিরোনামঃ বকেয়া ভাড়া আদায় না হওয়ায় ৫,২৫,৭২,৮৯৯ (পাঁচ কোটি পঁচিশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার আটশত নিরানব্বই) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

জীবন বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন, চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ে ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, স্থান, স্থাপনা ও বাড়ি হতে বকেয়া ভাড়া আদায় না হওয়ায় কর্পোরেশনের ৫,২৫,৭২,৮৯৯ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

জীবন বীমা কর্পোরেশন এর ভাড়া আদায় সংক্রান্ত রেজিস্টার যাচাইকালে দেখা যায় যে, জীবন বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ও মুক্তি জেনারেল হাসপাতাল, জীবন বীমা ভবন (৩য় তলা), ১৫০ বঙ্গবন্ধু রোড, নারায়ণগঞ্জ এর মধ্যে প্রতি বর্গফুট ১৪.৭৬ টাকা হারে ৮,৮৯৭ বর্গফুট জায়গার মাসিক ভাড়া (৮৮৯৭×১৪.৭৬) বা ১,৩১,৩১৯.৭২ টাকা ৩০/০৪/২০১৮ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত পরিশোধের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে ভাড়া ১০% বৃদ্ধি করে ০১/০৫/২০১৮ খ্রি. হতে ৩০/০৪/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হলেও এপ্রিল, ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত ভাড়াটিয়ার নিকট পাওনা বাবদ ৭৪,০৭,৩০৯ টাকা বকেয়া রয়েছে। জীবন বীমা কর্পোরেশনের স্মারক নং- ৫৩.১৯.৯০০১.০০৬.০৩.০৮৯.১৫.৭৪১; তারিখঃ ১৬/০৯/২০২০ খ্রি. হতে পরিলক্ষিত হয় যে, ২৪/০৮/২০২০ খ্রি. তারিখে ২,০০,০০০ টাকা পরিশোধ করায় অক্টোবর/২০২০ পর্যন্ত ভাড়া বাবদ (৭৪,০৭,৩০৯-২,০০,০০০) বা ৭২,০৭,৩০৯ টাকা বকেয়া রয়েছে। অনুরূপভাবে আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রাম এর ভাড়া প্রদানকৃত স্থান, স্থাপনা ও বাড়ি হতে ভাড়া আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় বকেয়া ৪,৫৩,৬৫,৫৯০ টাকা। ফলশ্রুতিতে প্রধান কার্যালয় ও চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয় এর সর্বমোট ভাড়া বাবদ অনাদায়ি (৭২,০৭,৩০৯+ ৪,৫৩,৬৫,৫৯০) বা ৫,২৫,৭২,৮৯৯ টাকা আর্থিক ক্ষতি হিসেবে বিবেচ্য (পরিশিষ্ট-০৩)।

অনিয়মের কারণঃ

চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

ভাড়াটিয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কোন পে-অর্ডার বা চেক প্রদান করেনি। ভাড়াটিয়া ১৮/১০/২০২০ খ্রি. তারিখে শুধুমাত্র ১,৩৫,০০০ টাকা নগদে প্রদান করেন। একই সময়ে অর্থাৎ ১৮/১০/২০২০ খ্রি. তারিখে মুক্তি জেনারেল হাসপাতালের প্রতিনিধি এমডি মহোদয়ের সাথে পুনরায় সাক্ষাত করে পে-অর্ডার এবং Advance date এর ২৪(চব্বিশ)টি চেক প্রদানের জন্য ৩০/১০/২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময় নেন। উল্লেখ্য, সেখানে জিএম (ই.ই) মহোদয়ও উপস্থিত ছিলেন।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

দীর্ঘদিন ভাড়াটিয়াদের নিকট ভাড়া অনাদায়ি থাকা সত্ত্বেও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির অভাবে এবং ভাড়া আদায়ের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। উল্লিখিত বিষয়ে ১৬/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জীবন বীমা কর্পোরেশন বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

অতিশীঘ্র বকেয়া টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৫

শিরোনামঃ ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ লঙ্ঘন করে অনিয়মিতভাবে লাঞ্চ সাবসিডি পরিশোধ করায় ৭,১৩,০৭,৫৮০ (সাত কোটি তের লক্ষ সাত হাজার পাঁচশত আশি) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

জীবন বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন চট্টগ্রাম, খুলনা এবং রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ে ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ লঙ্ঘন করে অনিয়মিতভাবে লাঞ্চ সাবসিডি পরিশোধ করায় ৭,১৩,০৭,৫৮০ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

জীবন বীমা কর্পোরেশন এর আর্থিক বিবরণী যাচাইকালে দেখা যায় যে, কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ ২য় গ্রেড হতে ১০ম গ্রেডের কর্মচারীগণকে লাঞ্চ সাবসিডি বাবদ প্রতিদিনের জন্য ২০০ টাকা প্রদান করে আসছে। যেমন ঢাকা, রংপুর, খুলনা ও চট্টগ্রাম থেকে যথাক্রমে ৩,১৩,৮৩,২৯৩; ৭০,১৬,৫৫৫; ১,১৬,৮৬,৭২৭ এবং ২,১২,২১,০০৫ টাকাসহ সর্বমোট ৭,১৩,০৭,৫৮০ টাকা অনিয়মিতভাবে প্রদান করা হয়েছে। ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ নং ২০ অনুযায়ী ১১তম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীগণ মাসিক ২০০ টাকা হারে টিফিন ভাতা প্রাপ্য হবেন। তবে যে সকল কর্মচারী তাদের প্রতিষ্ঠান থেকে লাঞ্চ ভাতা অথবা বিনামূল্যে দুপুরের খাবার পান, তাদের জন্য উক্ত টিফিন ভাতা প্রযোজ্য হবে না। অর্থাৎ তারা টিফিন ভাতা প্রাপ্য নন। আলোচ্য ক্ষেত্রে ১১তম স্কেল হতে ২০তম স্কেলের কর্মচারীগণ লাঞ্চ সাবসিডি প্রাপ্য। কিন্তু ২য় গ্রেড হতে ১০ম গ্রেডের কর্মচারীগণ কোনভাবেই লাঞ্চ ভাতা বা টিফিন ভাতা প্রাপ্য নন এবং দৈনিক ভিত্তিতে উক্ত ভাতা প্রদানের সুযোগ নেই। অতএব, জীবন বীমা কর্পোরেশন লাঞ্চ সাবসিডি বাবদ ২য় গ্রেড হতে ১০ম গ্রেডের কর্মচারীগণকে অর্থ প্রদান করায় ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ পে-স্কেল এর অনুচ্ছেদ নং ২০ লঙ্ঘিত হয়েছে এবং কর্পোরেশনের ৭,১৩,০৭,৫৮০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-০৪)।

অনিয়মের কারণঃ

ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ পে-স্কেল এর অনুচ্ছেদ নং ২০ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

২০১৫ পে-স্কেল অনুযায়ী টিফিন ভাতা ২০০ টাকা হারে শুধুমাত্র কর্মচারীরা প্রাপ্য হন। তবে, ১১তম হতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীগণ উক্ত অনুচ্ছেদ মোতাবেক যে সকল কর্মচারী তাদের প্রতিষ্ঠান হতে লাঞ্চ ভাতা বা বিনা মূল্যে দুপুরের খাবার পান তাদের ক্ষেত্রে টিফিন ভাতা প্রযোজ্য হবে না। লাঞ্চ সাবসিডি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রদানের ক্ষেত্রে কর্মচারী বলতে কর্মচারী ও কর্মকর্তা উভয়কেই বুঝায়। কারণ হচ্ছে উক্ত লাঞ্চ সাবসিডি খাতে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নামে বাজেট বরাদ্দ

আছে। তাছাড়াও অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের পত্রের মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নামে লাঞ্চ সাবসিডি প্রদানের অনুমোদন রয়েছে। এমতাবস্থায়, ২০১৫ সালের জাতীয় বেতন স্কেলের অনুচ্ছেদ নং-২০ এ প্রতিষ্ঠানে লাঞ্চ ভাতা প্রদানের অনুমোদন থাকায় এবং অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে লাঞ্চ সাবসিডি প্রদানের অনুমোদন কপি ও বাজেটে কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নামে বরাদ্দ থাকায় এবং পরিচালনা বোর্ডেরও অনুমোদন থাকায় আপত্তিটি নিষ্পত্তি/ প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবের প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য যে, বেতন ও ভাতাদি আদেশ-২০১৫ অনুযায়ী ১১তম হতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীগণ মাসিক ২০০ টাকা হারে লাঞ্চ ভাতা প্রাপ্য। আরও উল্লেখ্য যে, লাঞ্চ সাবসিডি ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে ২য় থেকে ১০ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণ জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ অনুযায়ী লাঞ্চ ভাতা/টিফিন ভাতা প্রাপ্য নয়। উল্লিখিত বিষয়ে ১৬/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জীবন বীমা কর্পোরেশন বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

লাঞ্চ সাবসিডি বাবদ ব্যয় অবিলম্বে বন্ধপূর্বক ইতোমধ্যে প্রদানকৃত অর্থ সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৬

শিরোনামঃ আদায়কৃত অর্থ কর্পোরেশনের ব্যাংক হিসাবে জমা না করে ১৭,২৭,৪৬৬ (সতেরো লক্ষ সাতাশ হাজার চারশত ছেষট্টি) টাকা আত্মসাৎ।

বিবরণঃ

জীবন বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রথম বর্ষ প্রিমিয়াম রশিদ, রিনিউয়াল প্রিমিয়াম রশিদ, মানি রিসিপ্ট এর মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থ কর্পোরেশনের ব্যাংক হিসাবে জমা না করে ১৭,২৭,৪৬৬ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

জীবন বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর প্রিমিয়াম আদায় সংক্রান্ত নথিপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে, তৎকালীন সহকারী জেনারেল ম্যানেজার জনাব দুলাল চন্দ্র নন্দী সেলস অফিস নং- ৯৭ এর ১ম বর্ষ পি.আর এর মাধ্যমে আদায়কৃত ৫,৬০,৫১৩ টাকা, রিনিউয়াল পি.আর এর মাধ্যমে আদায়কৃত ১১,৬৪,৮৮৩ টাকা এবং এম.আর এর মাধ্যমে আদায়কৃত ২০৭০ টাকা অর্থাৎ সর্বমোট (৫,৬০,৫১৩+ ১১,৬৪,৮৮৩+ ২০৭০) বা ১৭,২৭,৪৬৬ টাকা কর্পোরেশনের ব্যাংক হিসাবে জমা করেননি। উক্ত বিষয়ে জনাব সুলতান মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ, ম্যানেজার, হিসাব ও অর্থ, পত্র নং- জীবীক/ ডিআরও/হিসাব/২৯৩/১০; তারিখঃ ১২/০৫/২০১০ খ্রি. এর মাধ্যমে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন। জীবন বীমা কর্পোরেশনের স্মারক নং- ৫৩.১৯.৯০০১.০০২.২৭.০০০.১৯.২০১৮; তারিখঃ ০৮/০৯/২০১৯ খ্রি. এর অফিস আদেশ এবং জনাব দুলাল চন্দ্র নন্দী, সহকারী জেনারেল ম্যানেজার এর ০৬/০১/২০১৬ খ্রি. তারিখের মুচলেকা হতে প্রতীয়মান হয় যে, কর্পোরেশনের ১৭,২৭,৫৬৬ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, জীবন বীমা কর্পোরেশন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর কর্তৃক ১৫ আগস্ট, ১৯৯১ এর পত্র নং- জীবীক/মেডাদ/১৪৩/৯১ এর নির্দেশনা মোতাবেক পি.আর; এম.আর ইত্যাদির মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থ আদায়ের দিনই কিংবা বিশেষ কারণে উক্ত দিনের পরের দিন অবশ্যই কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট ব্যাংক একাউন্টে জমা করতে হবে। অতএব, উল্লিখিত আদেশ লঙ্ঘন করে উক্ত কর্মকর্তা ১৭,২৭,৪৬৬ টাকা আত্মসাৎ করেছেন যা অদ্যাবধি আদায় করা হয়নি।

অনিয়মের কারণঃ

জীবন বীমা কর্পোরেশন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ১৫/০৮/১৯৯১ খ্রি. তারিখের দপ্তারাদেশের ২ নং নির্দেশনা লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

জনাব দুলাল চন্দ্র নন্দী (অব) জিএম (সিসি) তৎকালীন সেলস অফিস ৯৭ এ ম্যানেজার থাকাকালীন অডিট রিপোর্ট নং- ০৮/১৩ অনুযায়ী দেনা বাবদ ১,৮৭,০৬১ টাকা, তারিখঃ ৩১/০৮/২০১৫ খ্রি. মোতাবেক এমআর রশিদ নং-৫০২৩৫০ এর মাধ্যমে আদায় করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

আপত্তিতে উল্লিখিত অর্থের মাত্র একলক্ষ সাতাশি হাজার টাকা আদায় করা হয়েছে। উল্লিখিত বিষয়ে ১৬/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জীবন বীমা কর্পোরেশন বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আপত্তিতে বর্ণিত সমুদয় অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৭

শিরোনাম : নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্তের ব্যত্যয় ঘটিয়ে সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এবং সিস্টেম এনালিস্ট পদে দুজন কর্মকর্তাকে অনিয়মিতভাবে নিয়োগ প্রদান।

বিবরণ :

জীবন বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্তের ব্যত্যয় ঘটিয়ে সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট (গ্রেড-৪) এবং সিস্টেম এনালিস্ট (গ্রেড-৫) পদে দুজন কর্মকর্তাকে অনিয়মিতভাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

জীবন বীমা কর্পোরেশন এর নিয়োগ সংক্রান্ত নথিপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে, Ministry of Establishment, Notification, The Computer Personnel (Government And Local Authorities) Recruitment Rules, 1985 এর সিডিউল এর ৪ (সি) অনুযায়ী সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট পদে চাকরির জন্য সিস্টেম এনালিস্ট হিসাবে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে বা প্রকৌশল বা কম্পিউটার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিসহ সিস্টেম এনালিস্ট পদে দুই বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ঐ পদে নিয়োগ পাওয়া জনাব মুহাম্মদ শোয়াইবের এ অভিজ্ঞতা ছিল না এবং সিডিউল এর ৫ (এ) অনুযায়ী সিস্টেম এনালিস্ট পদে নিয়োগের শর্তে প্রোগ্রামার অথবা সহকারী সিস্টেম এনালিস্ট হিসেবে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু সিস্টেম এনালিস্ট হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত জনাব মেহেদী হাসান এর ক্ষেত্রে উক্ত শর্ত বিবেচনা করা হয়নি। বাস্তব তথ্যাদি যাচাইকালে দেখা যায় যে, সিস্টেম এনালিস্ট পদে আবেদনকারী জনাব মোঃ মেহেদী হাসান এর প্রাথমিক আবেদনপত্র বাছাই কমিটির আহবায়ক জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন Designation Problem লিখে ০৮/১১/২০১৭ খ্রি. তারিখে স্বাক্ষর করেন। একইভাবে সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট পদে আবেদনকারী জনাব আবু মোঃ শোয়াইব এর আবেদনপত্রে Experience Problem and not apply in proper channel লিখে ০৮/১১/২০১৭ খ্রি. তারিখে স্বাক্ষর করেন যা প্রমাণ করে উল্লিখিত কর্মকর্তাদ্বয়ের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্তের ব্যত্যয় ঘটিয়ে করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-০৫)।

অনিয়মের কারণঃ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি শর্তের ব্যত্যয় এবং Ministry of Establishment, Notification, The Computer Personnel (Government And Local Authorities) Recruitment Rules, 1985 এর সিডিউল এর শর্ত ৪ এবং ৫ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

উত্থাপিত আপত্তির বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য ০৩ (তিন) সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির রিপোর্ট প্রাপ্তির পর এ বিষয়ে মতামত জানানো সম্ভব হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

অতি দ্রুত তদন্ত কার্যক্রম শেষ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ছিলো। উল্লিখিত বিষয়ে ১৬/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জীবন বীমা কর্পোরেশন বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ

তদন্ত কমিটি কর্তৃক দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৮

শিরোনামঃ বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯ অনুযায়ী যথাসময়ে নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী সরকার এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন না করায় অনিয়ম।

বিবরণঃ

জীবন বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯ অনুযায়ী যথাসময়ে নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী সরকার এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন না করায় অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯ এর ধারা ২৭ (২) মোতাবেক প্রত্যেক অর্থবছর শেষ হওয়ার ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে, যদি না সরকার যুক্তিসঙ্গত কারণে উহা বৃদ্ধি করে, উক্ত অর্থবছরে সম্পাদিত কর্পোরেশনের সামগ্রিক কর্মকান্ডের উপর একটি প্রতিবেদন ধারা ২৮ এ বর্ণিত নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও সংক্ষিপ্তসার সরকার এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করবে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, ২০২০ সনের ০৯(নয়) মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আর্থিক বিবরণী জীবন বীমা কর্পোরেশন প্রস্তুত করতে পারেনি।

অনিয়মের কারণ:

বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯ এর ধারা ২৭ (২) লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

জীবন বীমা কর্পোরেশনের ২০১৯ এর বার্ষিক হিসাব বহিঃনিরীক্ষা করার জন্য মার্চ/২০ মাসে চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ফার্মকে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর সুপারিশক্রমে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক নিয়োগ প্রদান করা হয়। কোভিড-১৯ প্রাদূর্ভাবের কারণে এপ্রিল/২০ এবং মে/২০ দুই মাস লকডাউন এবং জুন/২০ এবং জুলাই/২০ দুই মাস সীমিত আকারে অফিস চালু ছিল। সেপ্টেম্বর/২০ মাস থেকে বহিঃনিরীক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। জীবন বীমা কর্পোরেশনের প্রত্যেকটি বিভাগীয় অফিস সরেজমিনে নিরীক্ষা পরিচালিত হয়। নিরীক্ষা কাজ বিলম্বে শুরুর কারণে অডিট কার্য বিলম্বে শেষ হয়। ২০১৯ সালের বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষা কাজ নির্ধারিত সময় সমাপ্ত করার লক্ষ্যমাত্রা ছিল। কোভিড-১৯ এর প্রাদূর্ভাবের কারণে নিরীক্ষা কাজ বিলম্ব হওয়ার বিষয়টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগকে অবহিত করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

সরকার যুক্তিসঙ্গত কারণে সময়সীমা বৃদ্ধি করেছে এমন কোন প্রমাণক সরবরাহ করা হয়নি। বরং নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপিত হওয়ার পর উক্ত অনুমোদন চেয়ে আবেদন করা হয়েছে। ইতোপূর্বে (২০১৬-২০১৭ ও ২০১৭-২০১৮) অর্থ বছরগুলোতে নির্ধারিত সময়/তারিখের মধ্যে নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করে অনুমোদন গ্রহণে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছেন। যেমন: ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী ১০ ডিসেম্বর ২০১৯ সালে চাটার্ড একাউন্টেন্ট ফার্ম কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। উল্লিখিত বিষয়ে ১৬/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জীবন বীমা কর্পোরেশন বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

সরকার কর্তৃক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত এর প্রকৃত সময় বাড়ানোর অনুমোদন গ্রহণ এবং পরবর্তী অর্থবছর হতে ০৬(ছয়) মাসের মধ্যে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ০৯

শিরোনাম: নিরীক্ষাকালীন চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি প্রদানে অস্বীকৃতি ও ইচ্ছাকৃত বিলম্ব করে নিরীক্ষার কাজে বাধা প্রদান।

বিবরণ:

জীবন বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে নিরীক্ষাকালে নিরীক্ষাদলের চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি প্রদানে অস্বীকৃতি ও ইচ্ছাকৃত বিলম্ব করে নিরীক্ষার কাজে বাধা প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষায় নিরীক্ষা দলের চাহিদা মোতাবেক কাগজপত্র যথাসময়ে সরবরাহ না করে ইচ্ছাকৃত বিলম্ব করে নিরীক্ষা কাজে বিভিন্ন সময়ে অসহযোগিতা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ- ০৫/১০/২০২০ খ্রি. তারিখে সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জনাব আবু মাহমুদ শোয়াইব এবং সহকারী সিস্টেম এনালিস্ট জনাব মেহেদী হাসান এর ব্যক্তিগত নথি চাওয়া হলে জিএম (অর্থ ও হিসাব) জনাব সেখ কামাল হোসেন উক্ত নথি দুটি প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। পরবর্তীতে তিনি টিম মেম্বার জনাব মোঃ মহসীন আলী, এএন্ডএও- কে ডেকে পাঠান এবং উক্ত নথি চাওয়ার কারণে তার সাথে অশোভনীয় আচরণ করেন ও রুম থেকে বের হয়ে যেতে বলেন। The Comptroller And Auditor General (Additional Functions) Act, 1974 এর ৫(২) মোতাবেক মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কোন বিধিবদ্ধ সংস্থা কিংবা সরকারি মালিকানাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের দখলভুক্ত সকল নথি, বহি, রশিদ, দলিল, নগদ অর্থ, স্ট্যাম্প, জামিন, ভান্ডার বা অন্য প্রকার সম্পত্তি পরীক্ষার অধিকারী হবেন। কিন্তু জি.এম (অর্থ ও হিসাব) উল্লিখিত দুটি নথি নিরীক্ষা দলের নিকট উপস্থাপন না করে উক্ত আইন লঙ্ঘন করেন এবং নিরীক্ষার কাজে ইচ্ছাকৃত বাধা প্রদান করেন। এছাড়াও নিরীক্ষাকালে কোন ডকুমেন্টস এর কপি বা নথি সংশ্লিষ্ট শাখার ম্যানেজার এর নিকট চাওয়া হলে নিরীক্ষাদলের সদস্যদেরকে এজিএম এর কাছে যেতে বলা হয়। এজিএম এর কাছে গেলে বলা হয় যে, ডিজিএম এর কাছে যান। ডিজিএম এর কাছে গেলে আবার বলা হয় জিএম এর কাছে যান। এভাবে কালক্ষেপন করে তিন থেকে চার দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও নথি সরবরাহ করা হতো।

অনিয়মের কারণ:

The Comptroller And Auditor General (Additional Functions) Act, 1974 এর ৫(২) ধারা লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

জীবন বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৮ ও ২০১৯ সনের ২৭.০৯.২০২০ খ্রি. তারিখের চাহিদাপত্র অনুযায়ী সকল তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। নাম সংশ্লিষ্ট নথি দুটি প্রশাসন ডিভিশন প্রথমে প্রদানে অস্বীকৃতি জানালেও জিএম অর্থ ও হিসাবের নির্দেশক্রমে নিরীক্ষা দলকে পরবর্তীতে উক্ত নথি দুটি সরবরাহ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত নথি দুটি বিলম্বে সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ডিভিশন দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জিএম অর্থ ও হিসাব জনাব সেখ কামাল হোসেন, সরাসরি নথি দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং নিরীক্ষা দলের দুই জন সদস্যের সাথে অশোভনীয় আচরণ করেন। যা তাঁরা লিখিতভাবে প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করেন। পরবর্তীতে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং জীবন বীমা কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মধ্যে ফোনালাপের প্রেক্ষিতে নিরীক্ষা শেষ হওয়ার একদিন পূর্বে নথি দুটি দেয়া হয় এবং নিরীক্ষা করা হয়।

উল্লিখিত বিষয়ে ১৬/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জীবন বীমা কর্পোরেশন বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

সাংবিধানিক নিরীক্ষার কাজে অসহযোগিতা করা জিএম (অর্থ ও হিসাব) জনাব সেখ কামাল হোসেন এর ব্যক্তিগত দায়। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

তারিখ: ৩১.২.১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১৪.৬.২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

আবুল কালাম আজাদ
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স (৮ম ও ৯ম তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

দ্বিতীয় অংশ

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্টঃ ০১
অনুচ্ছেদঃ ০২

জীবন বীমা কর্পোরেশন,
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ও আঞ্চলিক কার্যালয়, সিলেট

আর্থিক সনঃ ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০

শিরোনামঃ বীমা গ্রাহকের প্রিমিয়াম ও বীমাপত্র জালিয়াতি এবং প্রতারণার মাধ্যমে ১৮,৩৩,০৩৮ (আঠারো লক্ষ তেত্রিশ হাজার আটত্রিশ) টাকা আত্মসাৎ।

প্রিমিয়াম ও বীমাপত্র জালিয়াতি এবং প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাতকৃত অর্থের বিবরণীঃ

ক্রঃ নঃ	বিবরণ	পিআর/টিআর/ পলিসি সংখ্যা	আত্মসাতকৃত টাকার পরিমাণ	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	অনাদায়ি আত্মসাতকৃত অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০১	জনাব বি.কে বৈদ্য ডি.এম (অবঃ),ঢাকা	বীমা প্রিমিয়াম- ১২ টি	১১,২৫,২৩৯	-	১১,২৫,১৩৯	১৮,৩৩,০৩৮ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।
০২	জনাব মোঃ তাকভীর হোসেন সবুজ উন্নয়ন অফিসার-১	কোড নং- ২৫৫২৯	৭,০৭,৮৯৯	-	৭,০৭,৮৯৯	
				সর্বমোট	১৮,৩৩,০৩৮	
কথায়ঃ আঠারো লক্ষ তেত্রিশ হাজার আটত্রিশ টাকা মাত্র।						

পরিশিষ্ট: ০২
অনুচ্ছেদ: ০৩

জীবন বীমা কর্পোরেশন,
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ও আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ চট্টগ্রাম, রংপুর, খুলনা

আর্থিক সন: ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০

শিরোনাম: আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অনুমোদন ব্যতিত উৎসাহ বোনাস প্রদান করায় কর্পোরেশনের ৮,৪৮,২৪,৮২৬ (আট কোটি আটচল্লিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার আটশত ছাব্বিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

অনিয়মিতভাবে উৎসাহ বোনাস প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:

ক্র:ন:	বিবরণ	কোড নং	২০১৮ সালে পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ	২০১৯ সালে পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ	অনিয়মিতভাবে পরিশোধিত মোট অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০১	উৎসাহ বোনাস (ঢাকা)	৪৭৯৫	১,৪৫,৫৫,১৮৭	২,৩০,৬৯,৩৪২	৩,৭৬,২৪,৫২৯	৮,৪৮,২৪,৮২৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
০২	উৎসাহ বোনাস (খুলনা)		৫৮,৪১,৭৬৫	৮০,৫৪,৫৮১	১,৩৮,৯৬,৩৪৬	
০৩	উৎসাহ বোনাস (চট্টগ্রাম)		১,০৫,০৭,১৩৪	১,৫৩,৯৫,৮৫৮	২,৫৯,০২,৯৯২	
০৪	উৎসাহ বোনাস (রংপুর)		২৯,০০,৪১৬	৪৫,০০,৫৪৩	৭৪,০০,৯৫৯	
				সর্বমোট	৮,৪৮,২৪,৮২৬	
কথায়: আট কোটি আটচল্লিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার আটশত ছাব্বিশ মাত্র।						

পরিশিষ্ট: ০৩
অনুচ্ছেদ: ০৪

জীবন বীমা কর্পোরেশন,
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ও আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ চট্টগ্রাম

আর্থিক সন: ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০

শিরোনাম: বকেয়া ভাড়া আদায় না হওয়ায় ৫,২৫,৭২,৮৯৯ (পাঁচ কোটি পঁচিশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার আটশত নিরানব্বই) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বকেয়া ভাড়া আদায় না হওয়ায় আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:

ক্র: ন:	বিবরণ	বর্গফুট	একক বর্গফুট হার	মাসিক কিস্তি	এপ্রিল/২০২০ পর্যন্ত আদায়যোগ্য ভাড়া	আদায়কৃত ভাড়া	বকেয়া টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	৮(৬-৭)	(৯)
১।	বাড়ি ভাড়া (ঢাকা)	৮৮৯৭	১৪.৭৬	১,৩১,০০০	৭৪,০৭,৩০৯	২,০০,০০০	৭২,০৭,৩০৯	২০০০-২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত ভাড়ার হারের তারতম্যের কারণে ৭৪,০৭,৩০৯ টাকা ধরা হয়েছে।
২।	বাড়ি ভাড়া (চট্টগ্রাম)	-	-	-	৪,৫৩,৬৫,৫৯০	-	৪,৫৩,৬৫,৫৯০	
						সর্বমোট	৫,২৫,৭২,৮৯৯	
কথায়: পাঁচ কোটি পঁচিশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার আটশত নিরানব্বই টাকা মাত্র।								

পরিশিষ্ট: ০৪
অনুচ্ছেদ: ০৫

জীবন বীমা কর্পোরেশন,
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ও আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ চট্টগ্রাম এবং খুলনা

আর্থিক সন: ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০

শিরোনাম: ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ লঙ্ঘন করে অনিয়মিতভাবে লাঞ্চ সাবসিডি পরিশোধ করায় ৭,১৩,০৭,৫৮০ (সাত কোটি তেরো লক্ষ সাত হাজার পাঁচশত আশি) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

অনিয়মিতভাবে লাঞ্চ সাবসিডি প্রদান করায় কর্পোরেশনের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:

ক্র:ন:	বিবরণ	কোডনং	২০১৮ সালে পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ	২০১৯ সালে পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ	অনিয়মিতভাবে পরিশোধিত মোট অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	লাঞ্চ সাবসিডি, ঢাকা	৪৭৫৫	১,৫৬,৪৬,৬৬০	১,৫৭,৩৬,৬৩৩	৩,১৩,৮৩,২৯৩	৭,১৩,০৭,৫৮০ টাকা আর্থিক ক্ষতি।
২.	লাঞ্চ সাবসিডি, রংপুর		৩৫,২২,১৬০	৩৪,৯৪,৩৯৫	৭০,১৬,৫৫৫	
৩.	লাঞ্চ সাবসিডি, খুলনা		৫৬,৬১,৪৪৭	৬০,২৫,২৮০	১,১৬,৮৬,৭২৭	
৪.	লাঞ্চ সাবসিডি, চট্টগ্রাম		১,০৩,২২,৬০০	১,০৮৯,৮,৪০৫	২,১২,২১,০০৫	
				সর্বমোট	৭,১৩,০৭,৫৮০	
কথায়: সাত কোটি তেরো লক্ষ সাত হাজার পাঁচশত আশি টাকা মাত্র।						

পরিশিষ্ট: ০৫
অনুচ্ছেদ: ০৭

জীবন বীমা কর্পোরেশন,
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

আর্থিক সন: ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০

শিরোনাম: নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্তের ব্যত্যয় ঘটিয়ে সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এবং সহকারি সিস্টেম এনালিস্ট পদে দুজন কর্মকর্তাকে অনিয়মিতভাবে নিয়োগ প্রদান।

(০১)

The New Nation

Friday, April 6, 2018

Irregularities in recruiting process

Gulam Rabbani

Allegations of serious irregularities and bribery have been raised against few senior officials of the Jiban Bima Corporation regarding the recent recruitment in two posts of IT section

It is alleged that two candidates, who received their appointment letters on January 21 and 22 in 2018 as System Analyst and Senior System Analyst, were not eligible even to apply to the posts. Nevertheless, they were selected in exchange of a large amount of money, which created a widespread anger in the department.

Sources said, some senior officials of the Jiban Bima Corporation began making deals with candidates after the advertisement for the recruitment of Senior System Analyst, System Analyst and Programmer was published in the website of the institution and finally they appointed two ineligible candidates.

The authority appointed Abu Abed Mohammad Shohaeb as Senior System Analyst and Md Mehedi Hasan as System Analyst. Both of them did not have the qualifications to apply.

Sources said, the applicants applied for the posts through online process and they were not required to submit any document. The written examination qualifiers only submitted their documents.

One of the members of the application scrutinizing committee said on condition of anonymity that their committee scrutinized the documents of the written qualifiers. They found some defective applications as there were no required documents.

Finally, a short-list was prepared by the scrutinizing committee for viva where two appointed candidates' name was not present. Yet Jiban Bima Corporation's Managing Director M Farhad Hossain and General Manager (Administration) Md Abdul Aziz called them in the viva voce and appointed them over-ruling scrutinizing committee's objection.

It was found in the investigation that Jiban Bima Corporation appointed Abu Abed Mohammad Shohaeb as Senior System Analyst on January 22 in 2018 though he did not have the qualification to apply in this post.

The circular said, an applicant of this post must have the qualifications of Master Degree or have the Graduation Degree in Engineering or in Computer Science. In addition the applicant must have minimum five years experience as a System Analyst or two years experience in case of Graduation Degree in Engineering or in Computer Science. But Abu Abed Mohammad Shohaeb did not have the said experience. Mohammad Shohaeb had the experience of working as a Programmer in the SPIMS project of the Planning Commission since 2015. And he never worked as a System Analyst anywhere in the country and it was the mandatory condition to apply for the said post.

Though he submitted a letter of two years' experience as a System Analyst, he did not have the opportunity to do so.

He completed his graduation in 2007 in a private university and is now studying Professional Master of Science in Computer Science and Engineering department of Jahangirnagar University in 12th batch. As per rule, he will have to gather the experience from any government, semi-government or autonomous bodies after completing his Master Degree.

Sources said, a person has no chance to work as System Analyst directly after his graduation. He/she must have the experience of Assistant Programmer, Programmer and Senior Programmer to get the job of System Analyst. But it was not found that Mohammad Shohaeb worked as a System Analyst in his any previous job stations. Md Mehedi Hasan, who was appointed in the post of System Analyst, had no required experience to apply for the job. He worked as a Product Specialist in an institution named Reve Systems for four years. At first he was a Junior Engineer, then Engineer and then Product Specialist. He never worked as an Assistant Programmer or a Programmer.

As per the circulation, a candidate must have the experience as a Programmer or an Assistant System Analyst for minimum two years. But Farhad Hossain, Managing Director of Jiban Bima Corporation, said, "The authority have appointed them in the two posts abiding by all the rules. No irregularity happened in the appointment process."

Md Abdul Aziz, General Manager (Administration) of Jiban Bima Corporation, said that they also found the same allegation. Then they internally investigated it and found no irregularity in the recruiting process. Some corners are trying to destroy corporation's image intentionally, he said.

The New Nation
1 R K. Mission Road, Ittefaq Bhaban (3rd floor), Dhaka-1203

(০২) এ নিয়োগের অনিয়মের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে গত ০৯ এপ্রিল ২০১৮ খ্রি. তারিখে দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকায় ৫০ লক্ষ টাকা ঘুষের বিনিময়ে জীবন বীমা কর্পোরেশনে দুজনের চাকরি শিরোনামে পত্রিকায় ছাপা হয় এবং একই ভাবে ১৬ এপ্রিল ২০১৮ খ্রি. তারিখে দি নিউ নেশনস পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়। ঘুষের বিনিময়ে চাকরি দেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে জীবন বীমা কর্পোরেশন এর দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। অভিযোগে বলা হয়েছে, দুজন প্রার্থীর নিকট থেকে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়েছেন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানটির দুই কর্মকর্তা। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট ও সিস্টেম এনালিস্ট নিয়োগ প্রদান করা হয়। এ দুই পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগের শর্ত মানা হয়নি মর্মে অভিযোগ প্রদান করা হয়।

তারিখ: ১১.২.১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১৪.৬.২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

আবুল কালাম আজাদ
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স (৮ম ও ৯ম তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

বাঃসঃমুঃ-২০২০-২১/৬৪৯৩কম/এ(৮)—৬৬৫ বই, ২০২১ইং।